তারিখ 03. FEB. 2016 ...
পৃষ্ঠা ... [illegible] ... কলাম ... 2 ...

প্রথম আলো

বাসচালককে চুরির অভিযোগে মারধর, শিক্ষার্থীদের হামলা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার

চুরির অভিযোগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসের এক চালককে মারধর করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিআরবি কেবলের সাভার বিক্রয়কেন্দ্রে ভাঙচুর চালান ও কর্মকর্তাদের মারধর করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আহত চালকের নাম মো. শামীম।

সাভার মডেল থানার পুলিশ জানায়, গত সোমবার রাতে সাভার থানা রোড এলাকার বিআরবি কেবলের বিক্রয়কেন্দ্রে চুরি হয়। ওই ঘটনায় সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে শামীমকে আটকে রেখে মারধর করা হয়।

শামীম বলেন, সোমবার মধ্যরাতে ঢাকা যাওয়ার পথে বিআরবি কেবলের বিক্রয়কেন্দ্রের সামনে তাঁর বাস বিকল হয়ে যায়। তাৎক্ষণিক বাস মেরামত করা সম্ভব না হওয়ায় তিনি বাসের ভেতরেই রাত কাটান। গতকাল সকাল সাতটার দিকে কয়েকজন লোক তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে ওই বিক্রয়কেন্দ্রের ভেতরে নিয়ে যান। এরপর সেখানে চুরির ঘটনায় তাঁকে দোষারোপ করেন। তখন সেখানে পুলিশ গেলে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

তিনি আরও বলেন, পুলিশ চলে যাওয়ার কিছু সময় পরে সকাল আটটার দিকে পুনরায় তাঁকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর চুরির অভিযোগে বিআরবি কেবলের মহাব্যবস্থাপক (জিএম) মো. সাঈদুর রহমানসহ আরও কয়েকজন কর্মকর্তা লাঠি ও রড দিয়ে তাঁকে বেধড়ক পেটাতে থাকেন। এ সময় তাঁর কাছ থেকে লিখিত স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করা হয়।

শামীমকে প্রথমে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে স্বজনেরা তাঁকে অন্যত্র নিয়ে যান। এনাম মেডিকেলের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নূর হোসেন বলেন, মারপিটের কারণে শামীম শরীরের বাঁ দিকে তীব্র ব্যথা অনুভব করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪তম ব্যাচের কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, গতকাল বিকেল চারটার দিকে ঢাকা যাওয়ার পথে বিক্রয়কেন্দ্রর সামনে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাস দেখতে পান। তখন শামীমের কথা জানতে পেরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

সাঈদুর রহমান বলেন, সোমবার রাতে তাঁদের বিক্রয়কেন্দ্র থেকে তারসহ অন্যান্য মালামাল চুরি হয়। সেই রাত থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসটিও কেন্দ্রের সামনেই থেমে ছিল। এ কারণে মনে হয়েছে ওই বাসের চালক চুরির সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন। তাই তথ্য বের করতে তাঁকে কিছু মারপিট করা হয়েছে। এর জের ধরে শিক্ষার্থীরা তাঁদের প্রতিষ্ঠানে হামলা চালান ও তাঁদের মারধর করেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর তপন কুমার সাহা বলেন, 'এটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরের ঘটনা। একটা ঝামেলার কথা শুনেছি। তবে ভাঙচুরের বিষয়টি জানা নেই।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সাভার মডেল থানার সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) রাসেল শেখ *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে শামীমকে মারপিট করার কথা স্বীকার করেছেন সাঈদুর রহমান। তাঁকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করে পরের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।